শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. শাসকের বিরোধিতাকে মর্যাদাকর গণ্য করা এবং তার আনুগত্যকে লাঞ্ছনাকর মনে করা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে জাহিল এবং মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য

জাহিলরা তাদের শাসকের প্রতি অনুগত থাকে না। আনুগত্যশীল হওয়াকে তারা অপমানের কারণ মনে করে। আর ইসলাম মুসলিমদেরকে শাসকের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। যদি শাসক ফাসিক হয় ও মানুষের প্রতি জুলুম করে তবে ধৈর্য ধারণ করতে বলে।

কেননা, এতে মুসলিমদের স্বার্থকতা নিহিত আছে। আর শাসকদের বিরোধিতায় মুসলিমদের মারাত্মক ক্ষতি করার চেয়ে তাদের আনুগত্য করা ভাল, যে অনাকাঙ্খিত আনুগত্য মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় ইসলাম এ বৃহৎ মূলনীতি প্রবর্তন করেছে।

আর জাহিলদের আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। যারা শাসকদের নেতৃত্ব মেনে নেয় না। তারা শাসকদের কথা শ্রবণ করে না ও তাদের প্রতি অনুগত থাকে না।

বর্তমান কাফির জনগণও জাহিলদের মতই অবাধ্য। যারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলে অথচ বর্তমানে তাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন?

দোষত্রুটি অন্বেষণ, পাশবিকতা, হত্যা, ছিনতাই-রাহাজানি, বিভিন্ন ধরণের বিশৃঙ্খলা, অপকর্ম ও নিরাপত্তাহীনতা এসব মন্দ বিষয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোতে ঘটে চলছে অথচ তাদের কাছে অস্ত্রের সমাহার ও বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা রয়েছে। কিন্তু এরপরও তাদের মাঝে পশুত্ব বিরাজমান। এসব থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা এখনও জাহিলী অবস্থার উপর বিদ্যমান।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাসকের কথা শ্রবণ করা ও তাদের প্রতি অনুগত থাকা ও গোপনে তাদের উপদেশ প্রদানের নির্দেশ দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ নির্দেশ শাসক ও উপদেষ্টার মাঝে সীমাবদ্ধ। আর তাদের সমালোচনা, গালিগালাজ ও গীবত করার মাধ্যমে মূলতঃ তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়, যে কারণে জনগণ তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয় ও দুষ্ট লোকেরা আনন্দিত হয়, যা শাসকদের ব্যাপারে খিয়ানত স্বরূপ।

অপরপক্ষে, তাদের জন্য দু'আ করা ও সভা-সমাবেশে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা, তাদের জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত। আর যে শাসককে উপদেশ বাণী শুনাতে চায়, সে নিজেই তার নিকট গিয়ে মৌখিকভাবে অথবা বার্তার মাধ্যমে তাকে উপদেশ দিবে অথবা সম্ভবপর কারো মাধ্যমে তার নিকট উপদেশবাণী পৌছে দিবে। আর পৌছাতে সক্ষম না হলে তা অজুহাত হিসাবে গণ্য হবে। সভা-সমাবেশ অথবা মঞ্চ অথবা লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে শাসককে গালিগালাজ করা ও তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা তার জন্য উপদেশ নয়, বরং তা খিয়ানাত করারই নামান্তর।

তাদের সংশোধনের জন্য দু'আ করা উপদেশ দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের দোষ-ত্রুটি ও অশ্লীলতা মানুষের কাছে ব্যক্ত না করাও উপদেশ দেয়ার মধ্যে শামিল। আর কর্মকর্তাদের উপর তারা যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তা পালন করা ও দায়িত্বশীলদের উপর তাদের কৃত অঙ্গিকার পালন করাও শাসকদের হিতোপদেশ দেয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন: এ তিনটি বিষয়ে ছহীহ হাদীছে একত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি ব্যাপারে খুশী হন: (১) তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার সংগে কাউকে শরীক করো না। (২) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের উপর শাসন ক্ষমতা দান করেন, তাদেরকে সু-পরামর্শ দিবে।[1]

এ তিনটি বিষয় অথবা এর আংশিক ছেড়ে দেয়ার কারণে মানুষের দীন ও দুনিয়া উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে তিনটি বিষয় বর্ণনা করেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম সমস্যা: জাহিলরা ওলী-আওলীয়া ও নেকলোকদের ইবাদত করতো। আর বলতো,

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী (সূরাহ ইউনুছ: ১৮)।

দ্বিতীয় সমস্যা: জাহিলরা দীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে দলে দলে বিভক্ত ছিল।

তৃতীয় সমস্যা: তারা শাসকদের প্রতি অনুগত ছিল না। আনুগত্য করাকে তারা অপমান ও লাঞ্ছনা মনে করতো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়কে একত্রে বর্ণনা করেছেন যা সকল কথা ও বক্তব্য একই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন,

إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

(১) তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক করো না। (২) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের উপর শাসন ক্ষমতা দান করেন, তাদেরকে সু-পরামর্শ দিবে।[2]

প্রথম: একমাত্র তারই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আওলীয়া ও নেকলোকদের ইবাদত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়: তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে আর বিভক্ত হবে না। জাহিলরা দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে দলে দলে বিভক্ত ছিল, তার বিপরীতে আল্লাহ এ নির্দেশ দেন। অর্থাৎ [وحبل الله هو القرآن] আল্লাহর রজ্জু কুরআন আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দেন তা পালন করবে। আর যে বিষয়ে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল-কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতি যা বান্দার দীন ও দুনিয়াবী স্বার্থ রক্ষার জিম্মাদার। এটাকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার রহমত পাওয়া যায়। আর তা ছেড়ে দেয়ার কারণে শাস্তি ও কষ্ট নির্ধারিত হয়।

তৃতীয়: আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিয়েছেন, তোমরা পরস্পর তাদের কল্যাণ কামনা করবে। এটা সেসব জাহিলদের বিপরীত বিষয় যারা শাসকের প্রতি অনুগত হয় না। শাসকের কথা মেনে নেওয়া, তার কল্যাণ কামনা করা, অনুগত থাকা, তার বিরোধিতা না করা, জনসম্মুখে সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করার নির্দেশ রয়েছে, কেননা তা খিয়ানাত স্বরূপ। কারণ তাতে উপদেশ নেই। যদিও কিছু মানুষ মনে করে এটা শাসকের জন্য হিতোপদেশ, আসলে তা নয়। বরং তার গিবত করা ও তাকে মন্দ বলার অন্তর্ভুক্ত। এটা শাসক ও প্রজার মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। আর তা কখনোই কল্যাণকর নয়। এটা নিছক ক্ষতি ছাড়া কিছু নয়।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, মানুষের দীন ও দুনিয়াবী ব্যাপারে যে তিনটি বিষয় অথবা তার আংশিক লঙ্ঘন করার কারণে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। তা হলো:

(১) আল্লাহর সাথে শিরক করা

(২) দলে দলে বিভক্ত হওয়া ও

(৩) শাসকের বিরোধিতা করা।

>

ফুটনোট

[1]. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৫।

[2]. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৫।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8986

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন